ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
উনবিংশতিতম সংখ্যা, জুন ২০০১, আষাঢ় ১৪০৮

নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব ঃ একটি জরিপ ভিত্তিক বিশ্লেষণ

খন্দকার ওমর মুয়ীদ *

A Study of Attitudes of Madrasa Studeent in Bangladehs Towards Women Empowerment

- Khandkar Omar Mueed

Abstract : Education is considered a universal agent of the process of socialization to accept modern values and attitudes towards women Empowerment. In this regard as a medium of education, madrasa may take an important role in the acceptance of modern values and belief systems. After our liberation, we could not establish a united education system. We had to continue two-education system simultaneously. In 1980, Madrasas, which are religious educational institutions were recognized by an Ordinance. Hence it became a strong and powerful actor of our politics. Now we cannot ignore the importance of madrasa education in our national politics. We know the phenomenon of 'Development' is related to the combined participation in productive and reproductive activities of male and female. In this regard, we have to give importance to religious sentiment because most of our people are Muslims. If we are not able to evaluate their attitudes, all laws and ordinance regarding women's empowerment will not be fruitful to the society. I found in my research that most of the students of madrasa are not supporting socio-political and economic activities for women (e.g. service, political participation and leadership etc.). So, we have to find out the attitudes of madrasa student towards women's empowerment and then we can take policies which will be helpful towards women empowerment.

---

* এমফিল গবেষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়ন প্রত্যাশী দেশের জন্য নারী ও পুরুষের সমান অংশদারিত্বমূলক অংশগ্রহন জরুরী বিষয়। এ জন্য প্রয়োজন নারীর উৎপাদনমুখী অংশগ্রহণের পথে সকল বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতার অপসারণ। শুধু আইন প্রণয়ন নয়, নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মনোভাবও ইতিবাচক হতে হবে। নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গঠনে মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেননা, শিক্ষা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির সময়োপযোগী মূল্যবোধ গড়ে উঠে।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ কোর্ট ইতোমধ্যে ফতোয়ার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। হাইকোর্টের ফতোয়া বিরোধী রায়ের বিরুদ্ধে ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো সংগত কারনেই জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলে-যে আন্দোলন এখনো অব্যাহত রয়েছে। কাজেই একথা বলা অযৌক্তিক হবে না, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতিকে অবহেলা করে নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি ইতিবাচক আইন প্রনয়ন করা হলেও তার সফল বাস্তবায়ন করা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সম্ভব নয়।

নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি সাধারণ শিক্ষার ভূমিকার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকাও জানা দরকার। আর মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকার মূল্যায়নের জন্য অন্যতম মাপকাঠি হলো নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাবের অনুসন্ধান করা।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব অস্বীকার করার নয়। আর এক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ রয়েছে। বিশিষ্ট গবেষক ইয়াহিয়া আখতার তাঁর এক গবেষণায় দেখান যে, সাধারণ স্কুলের শিক্ষার্থীদের তুলনায় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বা সচেতনতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী (Akhter, 1991 : 203)। কাজেই নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাবের অনুসন্ধান যথেষ্ট গুরুত্ব দাবী করে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

এ গবেষণার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব জানার চেষ্টা করা হয়েছে। নারীর শিক্ষা, চাকুরী, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, নারী নেতৃত্ব ও সনদপত্রে পিতামাতার নাম লিখনের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব জানার মাধ্যমে গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি ঃ

গবেষণা কর্মটি জরিপ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণায় একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার দুটি মাদ্রাসা, -গাইবান্ধা সদরের 'খান্‌কা শরীফ সিদ্দিকিয়া সিনিয়র দ্বিমুখী মাদ্রাসা' ও গোবিন্দগঞ্জ থানার 'মহিমাগঞ্জ বহুমুখী আলিয়া (কামিল) মাদ্রাসা'র মোট ৩০০জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে মতামত গ্রহন করা হয়েছে।

কার্যকরী চলকের সংজ্ঞা ঃ

মনোভাব

মনোভাব ব্যক্তির একটি অপেক্ষাকৃত ধীর স্থির মানসিক প্রবণতা। সাধারণভাবে কোন চলতি ঘটনা বা প্রপঞ্চ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, মূল্যায়ন করাটাই হলো মনোভাব। Encyclopaedia of Brittinica-এ মনোভাব (Attitude) সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"In social psychology, a predisposition to classify objects and events and to react to them with some degree of evaluative consistency. While attitudes logically are hypothetical constructs (i.e., they are inferred but not objectively observable), they are manifested in conscious experience, verbal reports, gross behavior, and physiological symptoms. (Multimedia CD : Encyclopedia of Brittanica Delux 2000)"

জি. ডব্লিউ. আর্লপোর্ট (১৯৩৭) এ প্রসঙ্গে বলেন, "মনোভাব মানসিক ও

স্নায়বিক প্রস্তুতি স্বরূপ যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংগঠিত হয় এবং ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বস্তুর সাথে তার প্রতিক্রিয়ার উপর নির্দেশক ও গতিশীল প্রভাব বিস্তার করে।" (Allport, 1930)

ডি. জে. বেম বলেন, "ব্যক্তি বিশেষ, বস্তু, ধারণাসমূহ বা ঘটনাবলী সম্পর্কে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক মূল্যায়নকে মনোভাব হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।" (Bem : 1970)

মনোভাবের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে তিনটি উপাদান পাওয়া যায়, যেমনঃ

১. কোন ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে অবহিতমূলক বিশ্বাস (Cognitive belief);

২. কোন ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে মূল্যায়নের অনুভূতি (Affective) এবং

৩. আচরণ সম্পর্কিত (Behaviour)।

অনেক মনোবিজ্ঞানী অবশ্য উল্লেখিত তিনটি উপাদানকেই মনোভাব বলে মতামত দিয়েছেন। মনোভাব একটি শিক্ষালব্ধ আচরণ। ইহা বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। উপাদানসমূহঃ

১. চাহিদা পূরণ ও মনোভাব

২. সামাজিক প্রভাব

৩. তথ্য পরিবেশন ও মনোভাব

৪. পুরস্কার-শাস্তি ও মনোভাব

৫. একাত্মীভাবন ও মনোভাব

৬. সভা-সমিতি ও মনোভাব

৭. ব্যক্তিত্ব ও মনোভাব।

শিক্ষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মনোভাব গঠনের কাজ দ্রুত করা সম্ভব।

নারীর ক্ষমতায়ণ

লিঙ্গের ভিত্তিতে নয়,যোগ্যতার ভিত্তিতে মানব সমাজের সদস্য হিসেবে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও সম অধিকার পাওয়া ও ভোগ করার বিষয়কে নারীর ক্ষমতায়ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ক্ষমতায়ণ পদ্ধতি নারী পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য এবং পরিবার যে নারীর অধস্তনতার উৎস এটা বলে থাকে। সেই সাথে এটাও মনে করে যে, নারীর প্রতি নির্যাতনের যে অভিজ্ঞতা তা তাদের বর্ণ, শ্রেনী ঔপনিবেশিক ইতিহাস এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পরিমন্ডলে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন; যা এটাই নির্দেশ করে যে, নারীকে একই সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান নির্যাতনমূলক কাঠামো ও অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে। (গুহঠাকুরতা, ১৯৯৭ ঃ ১৮০)। 'উন্নয়ন পদক্ষেপ' এ ক্ষমতায়ণ (Empowerment) সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"The Empowerment approach comes from women's groups who seek to empower themselves through greater self-reliance. They do not seek integration into mainstream aid or development, in which they have no choice in defining the society they want. Women seek to influence their own change, and the right to determine their own choice in life. They also seek to gain control of and access to resources. This approach differ from the Equity approach in origin and strategies. It emerges from women who have been involved in liberation struggles and grass roots women's organizations, and is articulated in the writing of feminists in the south. The Empowerment approach recognizes the triple role of women, and seeks to meet both Strategic and practical Needs. (Union Padokkhep, 1995 : 77)

অপর দৃষ্টিকোন থেকে ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় ঃ

১. বস্তুগত সম্পদ, যার মধ্যে রয়েছে, স্থানিক সম্পদ,যেমনঃ জমি, জলাশয়, বনভূমি ইত্যাদি, মানবিক সম্পদ যেমন- মানব দেহ এবং আর্থিক সম্পদ, যেমন- অর্থ

২. বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ যেমনঃ জ্ঞান, তথ্য এবং ধারণা ইত্যাদি ও

৩. আদর্শিক সম্পদ যেমনঃ একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মানুষ যেভাবে উপলব্ধি করে এবং সক্রিয় হয়;-এই তিন ধরনের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা (রহমান, ১৯৯৭ ঃ ৯০-৯১)

উন্নয়ন সাহিত্যে নারীর ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায়, "Good Governance, legitimacy and creativity and creativity for a flourishing private sector, transformation of economies to self-reliant, human center development, promotion of community development through self help with an emphasis on the process rather than on the completion of particular projects; a process of collective decision-making and collective action; and popular participation, a concept that has gained popularity within the development agenda" এ উপাদানগুলো ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দিকগুলোকেই নির্দেশ করে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে "empowerment affirm the need to build the capacity of communities to respond to a changing environment by inducing appropriate change internally as well as externally and through innovation" (Sigh, 1995 : 13)। সার্বিকভাবে বলা যায়, নারীর ক্ষমতায়ণ হচ্ছে পুনরুৎপাদন ও উৎপাদনশীল ভূমিকা, সম্প্রদায় ব্যবস্থাপণা ভূমিকা ও সম্প্রদায়গত রাজনৈতিক ভূমিকার সমষ্টি।

বাংলাদেশে নারীর অবস্থান ও বাস্তবতা

বাংলাদেশের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারে নারী ও পুরুষের ক্ষমতায়নে সম-অধিকারের বিষয়টি বলা হলেও কার্যতঃ বাংলাদেশের নারীর অবস্থান অধঃস্তন। বাংলাদেশের নারীর অবস্থান ও শর্তকে নিম্নের চিত্রে সহজভাবে উপস্থাপন করা যায় ঃ

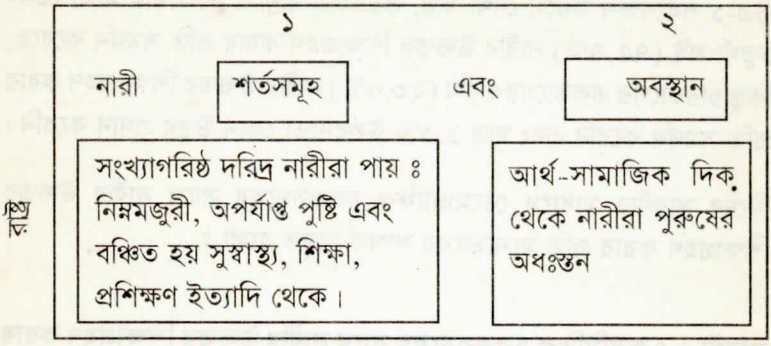

(Unaayon Paddokkkhep, 1995 : 28)

উপাত্ত বিশ্লেষণ

নারী-শিক্ষার প্রতি মনোভাব

উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ নারীর ক্ষমতায়ণের একটি অন্যতম ধাপ। উপযুক্ত শিক্ষা নারী ও পুরুষকে উৎপাদনশীল হতে সহায়তা করে থাকে। নারীর উচ্চতর শিক্ষা সম্পর্কে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হলোঃ

চিত্র-১ : নারীর উচ্চতর শিক্ষা গ্রহন করার প্রতি ৩০০ জন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর মনোভাবের বন্টন (%)

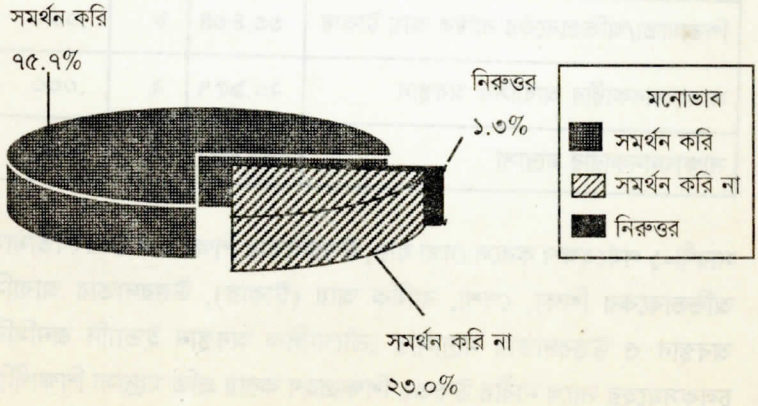

চিত্র-১ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ৩০০জন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর মধ্যে তিন-চতুর্থাংশই (৭৫.৭%) নারীর উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করার প্রতি সমর্থন করেছে, কিন্তু চারভাগের একভাগেরও কম (২৩.০%) নারীর উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি সমর্থন করেনি এবং মাত্র ১.৩% উত্তরদাতা কোন উত্তর প্রদান করেনি।

নিম্নের সারণীর মাধ্যমে ডেমোগ্রাফিক চলকসমুহের সাথে নারীর উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করার প্রতি মনোভাবের সম্পর্ক বিধৃত হলো ঃ

সারণী-১ ঃ জনমিতিক চলকসমূহের সাথে নারীর উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করার প্রতি উত্তরদাতাদের মনোভাবের সম্পর্ক

জনমিতিক চলকসমূহ	মান (Value)	df	কাইবর্গ (Chi-test)
লিঙ্গ	২.৮০৮	২	২৪৬
বয়ষ	৩২.১৬৪	৪	.০০০
সাক্ষাৎদানকারীর শিক্ষা	৩৭.৩০৭	৪	.০০০
পিতামাতা/অভিভাবকের শিক্ষা	৩২.৯৫৭	১০	.০০০
পিতামাতা/অভিভাবকের পেশা	৯৯.০৭৭	৮	.০০০
পিতামাতা/অভিভাবকের বার্ষিক আয় টাকায়	৩৩.৪৩৪	৮	.০০০
সাক্ষাৎদানকারীর আবাসিক অবস্থান	২০.৯৫৭	২	.০০০
সাক্ষাৎদানকারীর মাদ্রাসা	৬৩.৪৬১	২	.০০০

সারণী-১ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, উত্তরদাতার শিক্ষা ও তাদের পিতামাতা/অভিভাবকের শিক্ষা, পেশা, বার্ষিক আয় (টাকায়), উত্তরদাতার আবাসিক অবস্থান ও উত্তরদাতার মাদ্রাসার ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি জনমিতিক চলকসমূহের সাথে নারীর উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করার প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের

মনোভাবের সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল-.০০) খুবই গভীর কিন্তু লিঙ্গের ভিত্তিতে এ সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল-.২৪৬) মোটামুটি।

নারীর চাকুরি করার প্রতি মনোভাব

সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের চাকুরি পাওয়ার অধিকার আছে। ইহা একজন নাগরিকের ক্ষমতায়ণের সাথে জড়িত একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নারীর ক্ষমতায়ণের জন্য চাকুরি করার প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব নিম্নের চিত্রে উপস্থপিত হলো ঃ

চিত্র-২ ঃ নারীর চাকুরি করার প্রতি উত্তরদাতাদের মনোভাবের বন্টন (%)

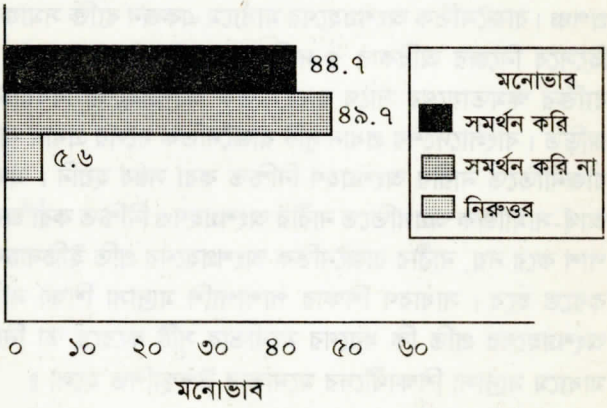

সমর্থন করি	৪৪.৭ (১৩৪)
সমর্থন করি না	৪৯.৭(১৪৯)
নিরুত্তর	৫.৬(১৭)

চিত্র-২ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ৩০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে প্রায় দুই ভাগের একভাগ (৪৯.৮%) নারীর চাকুরি করার প্রতি সমর্থন করেনি, কিন্তু পাঁচ ভাগের দুইভাগের বেশী (৪৪.৭%) উত্তরদাতা নারীর এ বিষয়টির প্রতি সমর্থন করেছে এবং অতি সামান্য অংশ (৫.৬) উত্তরদানে বিরত থেকেছে। নারীর

চাকুরি করার প্রতি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর জনমিতিকে চলকসমূহের প্রভাব লক্ষ্যনীয়।

উত্তরদাতার শিক্ষা ও তাদের পিতামাতা/অভিভাবকের শিক্ষা, পেশা, বার্ষিক আয় (টাকায়), উত্তরদাতার আবাসিক অবস্থান ও উত্তরদাতার মাদ্রাসার ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি জনমিতিক চলকসমূহের সাথে চাকুরীজীবি নারীর প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাবের সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল-.০০০) খুবই গভীর, কিন্তু লিঙ্গের ভিত্তিতে এ সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল-.০২৪) ততটা গভীর নয়।

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতি মনোভাব

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণের জন্য রাজনৈতিক অংশগ্রহন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে নিজের অধিকার ও দাবী-দাওয়া উপস্থাপন করতে পারে। একজন ব্যক্তির ক্ষমতায়ণের সাথে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নারী হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। অথচ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে নারীর অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা জরুরী। শুধু আইন পাশ করে নয়, নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতি কি ধরণের মনোভাব সৃষ্টি করেছে তা নিম্নের চিত্র-৩ এর মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব উপস্থাপিত হলো ঃ

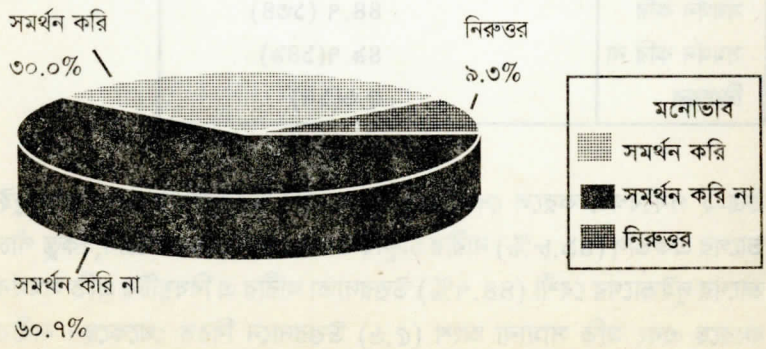

চিত্র-৩ ঃ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ৩০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬০.৭% নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহনের প্রতি সমর্থন করেনি। মাত্র ৩০.০% উক্ত বিষয় সমর্থন করেছে এবং অবশিষ্ট ৯.৩% উত্তরদানে নীরবতা পালন করেছে। নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহনের প্রতি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর জনমিতিক চলকসমূহের প্রভাব লক্ষ্যনীয়।

উত্তরদাতার, লিঙ্গ, শিক্ষা ও তাদের পিতামাতা/অভিভাবকের শিক্ষা, পেশা, বার্ষিক আয় (টাকায়), উত্তরদাতার আবাসিক অবস্থান ও উত্তরদাতার মাদ্রাসার ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি জনমিতিক চলকসমূহের সাথে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহনের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাবের সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল-.০০০) খুবই গভীর।

নারীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি মনোভাব

যোগ্যতার বলে একজন নারী নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে, নারীর ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে নারীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হলো ঃ

চিত্র ৪ : নারী নের্তৃত্বের প্রতি উত্তরদাতাদের মনোভাব (%)

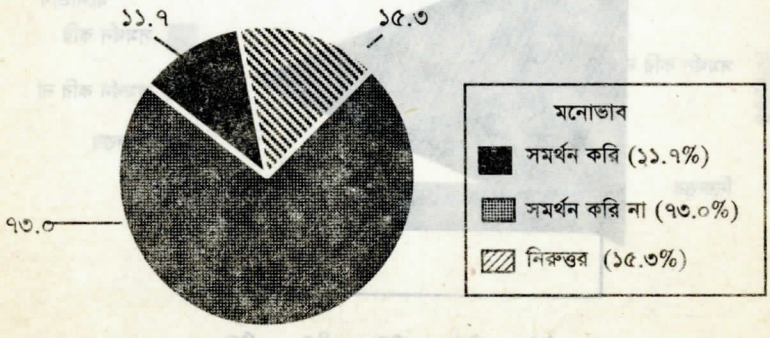

সমর্থন করি	সমর্থন করি না	নিরুত্তর
১১.৭	৭৩.০	১৫.৩

মনোভাব

চিত্র - ৪ বিশ্লেষনে দেখা যায়, ৩০০ জন উত্তরদাতার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭৩.০%) নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করে না ও ১১.৭% নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করে ও ১৫.৩% ভাগ উত্তরদানে নীরব থেকেছে। নারী-নেতৃত্বের প্রতি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর জনমিতিক চলকসমূহের প্রভাব লক্ষ্যনীয়।

উত্তরদাতার শিক্ষা ও তাদের পিতামাতা/অভিভাবকের পেশা, বার্ষিক আয় (টাকায়), উত্তাদাতার আবাসিক অবস্থান ও উত্তরদাতার মাদ্রাসার ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি জনমিতিক চলকসমূহের সাথে নারী-নেতৃত্বের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাবের সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল-.০০০) খুবই গভীর, কিন্তু উত্তরদাতাদের লিঙ্গের ও তাদের পিতামাতা ও অভিভাবকদের শিক্ষার ভিত্তিতে ভাল সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল-.০৩৫ ও .০১০) বিদ্যমান।

সনদপত্রে পিতামাতার নাম-লিখণের প্রতি মনোভাব

সনদপত্রে পিতামাতার নাম লিখন বর্তমান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের পাশাপাশি নারীর ক্ষমাতয়ণের জন্য একটি বিশেষ উপাদান। নিম্নের চিত্র-৫এর মাধ্যমে এ ব্যাপারে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব উপস্থাপিত হলো ঃ

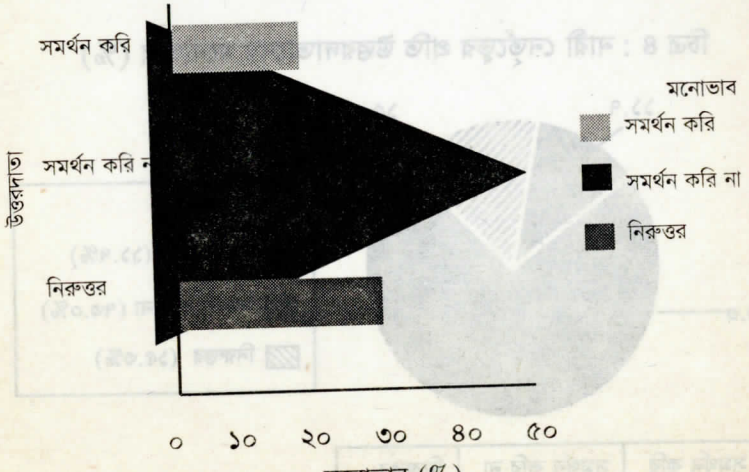

চিত্র - ৫ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ৩০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ (৪৮.০%) সনদপত্রে পিতামাতার নাম লিখনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে না ও বাকী অংশের মধ্যে মাত্র ২১.৩% ভাগ এ বিষয়টিকে সমর্থন করলেও উত্তরদাতাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৩০.৭%) উত্তরদানে নীরবতা পালন করেছে। সনদপত্রে পিতামাতার নাম লিখনের প্রতি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর জনমিতিক চলসমূহের প্রভাব লক্ষ্যনীয়।

উত্তরদাতার আবাসিক অবস্থান ও মাদ্রাসার ভৌগোলিক অবস্থান ও তাদের পিতামাতা/অভিভাবকের পেশা, বার্ষিক আয় (টাকায়), ইত্যাদি জনমিতিক চলকসমূহের সাথে নপদপত্রে পিতামাতার নাম লিখনের প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাবের সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল.০০) খুবই গভীর আর উত্তরদাতাদের শিক্ষা (কাইবর্গের ফলাফল-.২০) ও তাদের পিতামাতা/অভিভাবকেদের শিক্ষা (কাইবর্গে ফলাফল-.০০১) এর ক্ষেত্রে ততটা গর্ভর নয়। কিন্তু লিঙ্গের ভিত্তিতে এ সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল-..৮৪৬) নাই বললেই চলে।

উপসংহার

সার্বিক আলোচনায় দেখা যায়, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা নারীর শিক্ষা গ্রহণকে মোটামুটিভাবে সমর্থন করলেও নারীর চাকুরী করা, নারীর রাজনৈতিক কর্মে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব[১] এবং সনদপত্রে পিতামাতার নাম লিখনের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের সমান সামাজিক ও প্রশাসনিক স্বীকৃতির প্রতি তাদের মনোভাব ইতিবাচক নয়। আলোচ্য প্রবন্ধ প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে দেখা যায়, নারীর পুনরুৎপাদন ভূমিকার প্রতি তাদের সমর্থন আছে। উল্লেখ্য, উন্নয়নে একজন ব্যক্তির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন উভয় ভূমিকার প্রয়োজন হয়। নারীর ক্ষমতায়ণেও এ দুটি বিষয়ের গুরুত্ব আছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মনোভাব

---

১. হাদিসে বলা হয়েছে, যে জাতি একটি মেয়েকে শাসন ক্ষমতায় বসায়, সে জাতি কখনও উন্নতির মুখ দেখবে না। কিন্তু এই হাদিসের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। আবু বকরা এর কাছ থেকে আল-হাসান, তাঁর থেকে আইয়ুক, তাঁর থেকে উছমান ইবনুল হিসাম এ হাদিসটি শুনেছেন। (The Struggle of Muslim Women . (বাংলা অনুবাদ, OSFDER, ঢাকা ঃ ২৪ ইস্কাটন গার্ডেন, ১৯৯২ : পৃ. ৫১-৫৪)।

নারীর পুনরুৎপাদন ভূমিকার প্রতি বেশী। উল্লেখ্য, ইসলামী শরীয়তের সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়ণের আধুনিক ধারণার সাযুজ্যতা নেই বিধায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা নারীর ক্ষমতায়ণের প্রতি আগ্রহী নন বরং অনেক ক্ষেত্রে এ ধারণা ইসলামী দর্শনের পরিপন্থী বলে উত্তরদাতারা যুক্তি দেখিয়েছেন।

সার্বিক আলোচনায় একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়, বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। ধর্ম ও ধর্মীয় আবেগ এদেশের সামাজিক পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রভাবক। সরকারকে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজায়ে আধুনিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচী সমন্বয় করে, উভয় শিক্ষা ব্যবস্থার দূরত্ব দূর করে সময়োপযোগী রূপদান দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, নতুবা নারীর ক্ষমতায়ণের জন্য গৃহীত কোন আইন তৃণমূল পর্যায়ে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না।

তথ্য নির্দেশিকা

গুহ ঠাকুরতা, মেঘনা ও সুরাইয়া (১৯৯৭) *রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন ঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ।*

মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও অন্যান্য (সম্পা.) *নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি।* ঢাকা ঃ সামাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

রহমান, শাহীন (১৯৯৭) *জেন্ডার পরিভাষা কোষ।* উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ঢাকা।

Akhter, Mohammed Yeahia (1991), ***"Political Behavior of the Madrasa Students in Bangladesh"*** in M. Salimullah Khan, (ed.). ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, রাষ্ট্র বিজ্ঞান সমিতি, ঢাকা, ১৯৯১।

Allport, G. W. (1937) ***Personality, a psychological interpretation*** N. Y. : Hot Rinehart and Wins ton Inc.

Bem, D. J., (1995) ***Beliefs, Attitudes and Human Affairs,*** Calf : Brooks/ Cole.

Caroline O. N. (1991) ***Gender Planning in the Third World Meeting Practical*** and ***Strategic Needs in Rebecca Grant and Kathleen New Lands*** (eds.) ***Gender and International Relations.*** Open University Press.

Encyclopedia of Britannica (Delux) -2000

Sing, Naresh and Tiji Vangglie (1995) ***Empowerment : Towards Sustainable Development.*** Zed Books Ltd. : London

Unnayon Paddokkhep. ***More About Gender. Steps Towards Development.,*** 2nd Issue, April-June'95, PP-77.

Unnayon Paddokkhep. ***Empowerment of Women : in the Context of Rural Bangladesh, Steps Towards Development.*** 2nd Issue, April-June'95, PP-28. Dhaka.